দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বিনামূল্যের বই বাজারে বিক্রি

সরবরাহকারী-বিক্রেতা সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা

।।রাশেদ আহমেদ।।

বিনামূল্যে বিতরণের পাঠ্যবই খোলা-বাজারে বিক্রির বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যারা বিনামূল্যের বই বাজারে সরবরাহ করে থাকে ও যারা বিক্রি করে উভয়ের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ ব্যাপারে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন। এই চিঠিতে বিনামূল্যের বোর্ডের বই বিক্রেতা-দের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে কয়েকটি স্থানে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে বলে অধিদপ্তর সূত্র জানায়।

শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও বাংলাবাজার, নীলক্ষেত, নিউমার্কেটসহ কয়েকটি স্থানে সরজমিনে ঘুরে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করতে দেখে এর বিরুদ্ধে থানায় ৬টি মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলায় সরকারি সম্পত্তি চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক আজিজ আহমেদ চৌধুরী গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় বিনামূল্যের পাঠ্যবই খোলাবাজারে সরবরাহ হতে পারে তিনটি স্থান অর্থাৎ শিক্ষা অফিস, বিদ্যালয় ও ছাপাখানা থেকে। যারা এই কাজটি করছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন্ স্থান থেকে বই বাজারে সরবরাহ হচ্ছে তা বের করা সম্ভব; কারণ প্রতি বইয়ের মধ্যে ক্রমিক নম্বর দেয়া আছে এবং থানা শিক্ষা অফিসকে বলা আছে, সীল দিয়ে স্কুলে স্কুলে বই সরবরাহ করতে। সুতরাং খোলাবাজারে বিক্রিকৃত বইয়ের ক্রমিক নম্বর ও সীল দেখে সরবরাহকারীকে বের করা যাবে।

তিনি বলেন, বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের কোন সংকট নেই। চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠ্যবই পাবে। তবে প্রত্যেক স্কুলকে শতকরা ৩০ ভাগ আগের বছরের পুরনো বই ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। নিয়ম করা আছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নতুন বইয়ের সাথে একটি করে পুরনো বই এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন বইয়ের সাথে ২টি করে পুরনো বই দিতে হবে। এর মধ্যে যদি ব্যবহারের অনুপযোগী বই থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট থানা শিক্ষা অফিসে চাহিদা পাঠালে নতুন বই সরবরাহ করা হবে। আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত নতুন বই সরবরাহ থাকবে, কারণ এই সময় পর্যন্ত স্কুলে ভর্তির শেষ সময়। তিনি বলেন, দাতা সংস্থাগুলো প্রতিবছর শতকরা ৫০ ভাগ পুরনো বই ব্যবহারের চাপ দিয়েছে সেখানে ৩০ ভাগ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।

সারাদেশে এ বছর ৬ কোটি ১৭ লাখ বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়েছে। নিবন্ধনবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এনজিও পরিচালিত বিদ্যাপীঠগুলোতে এই বই দেয়া হয় না। এইসব বিদ্যালয়ের জন্যে নির্ধারিত মূল্যের বই রয়েছে। বিনামূল্যের বই ছাপা হয় বিদেশী উন্নতমানের সাদা কাগজে। এসব বই বাজারে বিক্রি করা আইনত অপরাধ। আর মূল্য সংযোজিত পাঠ্যবই দেশী কাগজে ছাপা হয় খোলাবাজারে বিক্রির জন্য।

বইয়ের দোকানগুলোতে বিভিন্ন পন্থায় বিনামূল্যের বই আসে। দোকানীরা এগুলো বিক্রি করে চড়া দামে। উন্নত মানের কাগজ ও ঝকঝকে ছাপা হওয়ার কারণে ক্রেতারা এই বই বেশি লুফে নেয়। দেখা গেছে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এক সেট বিনামূল্যের বই বিক্রি হয় ২শ' থেকে আড়াইশ' টাকা।

জানুয়ারিতে প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ করার কথা থাকলেও এ বছর এ সময় রমজান থাকার কারণে সব স্কুলে বই দেয়া সম্ভব হয়নি। ঈদের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হলে বই বিতরণ শুরু হবে। মার্চ মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত বই বিতরণ চলবে বলে জানা গেছে।